যুগান্তর
যুগান্তর

তারিখ ... 27 JUL 2009
পৃষ্ঠা ... ১ ৮ কলাম ... ৫

ভর্তি সমস্যা নিয়ে বৈঠকে ডাকা হচ্ছে ভিসিদের

দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়

যুগান্তর রিপোর্ট

এবারের এইচএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় সুযোগ করে দেয়ার ব্যাপারে খোদ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ই দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়েছে। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট ও ঢাকা মেডিকেলসহ প্রথম শ্রেণীর পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ মেধাবী বলে বিবেচিত জিপিএ-৫ পাওয়া ২০ সহস্রাধিক শিক্ষার্থীকে তাদের কাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য জায়গা দেয়া যাবে কিনা তা নিয়ে সংশয়-শংকা প্রকাশ দেখা দিয়েছে। মূলত উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর তুলনায় আসন সংখ্যা কম হওয়ায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। এ অবস্থায় করণীয় নির্ধারণ করতে আগামী সপ্তাহেই সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের নিয়ে বৈঠকে বসছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ জানিয়েছেন, ভর্তির ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। কোন শিক্ষার্থীর জীবন থেকে মূল্যবান সময় কেড়ে নেয়া হবে না। তিনি জানান, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির নীতিমালা পর্যালোচনা ও বিদ্যমান নীতিমালায় নিয়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের মতামত নেয়া হবে।

দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা বলেছেন, তাৎক্ষণিকভাবে এ সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে আসন বাড়াতে হবে। তবে ফি বছর এ সমস্যার উদ্ভব ঘটে আর তাৎক্ষণিকভাবে সমাধানের পথ খোঁজা হয়ে থাকে। এ থেকে স্থায়ী পথ বের করতে হবে। এজন্য তারা নতুন বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পরামর্শ দিয়েছেন। সূত্র জানিয়েছে, শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশে রোববার শিক্ষাসচিব সৈয়দ আতাউর রহমান মন্ত্রণালয়ের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার একজন উপসচিবকে দায়িত্ব দিয়েছেন ভিসিদের নিয়ে সভা ডাকার। সে অনুযায়ী ইতিমধ্যে কার্যপত্র তৈরি হয়েছে। আগামী সপ্তাহে ভিসিদের নিয়ে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হবে বলে সূত্র জানায়। সূত্র আরও জানায়, শুধু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় নয়, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভিসিদের নিয়েও বৈঠক হবে। ওই বৈঠকে ভর্তির নীতিমালা পর্যালোচনা ও বিদ্যমান নীতিমালায় সংস্কার করার পাশাপাশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন বৃদ্ধি, ব্যবসায়িকভিত্তিতে শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ, মেধাবৃত্তি বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হতে পারে। এবারের এইচএসসির ফলাফলে ২০ হাজার ১৩৬ শিক্ষার্থী সর্বোচ্চ গ্রেড জিপিএ-৫ পেয়েছে, সারাদেশের ৩১ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সব মিলিয়ে আসন সংখ্যা হচ্ছে মাত্র সাড়ে ১৭ হাজারের কিছু বেশি। সে হিসাবে কেবল বৈঠক : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৮।

বৈঠকে ভিসি

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ৩ হাজার শিক্ষার্থীরই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার বন্ধ। অন্যান্য গ্রেডের জিপিএপ্রাপ্তরা তো বাদই থাকছে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া সারাদেশে ২৮টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন রয়েছে ১৪ হাজার ৭৫০টি। এর মধ্যে সবার লক্ষ্য থাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭টি অনুষদে আসন সংখ্যা ৫৫০৮টি। এছাড়া আইবিএর বিবিএ কোর্সের আসন রয়েছে ৭০টি, আইইআরএর বিএড (সম্মান) কোর্সের আসন রয়েছে ১৫০টি এবং চারুকলায় আসন রয়েছে আরও ৮০টি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদে ৮০৮টি, জীববিজ্ঞান অনুষদে ৪২৫টি, ফার্মেসি অনুষদে ৬০টি, কলা অনুষদে ১৪৪৯টি, সামাজিক বিজ্ঞান বিভাগে ৯৭৭টি, আইন অনুষদে ৯৬টি ও বিজনেস স্টাডিজ বিভাগে রয়েছে ৯৫০টি আসন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে ১৩৫০টি আসন। এর মধ্যে গাণিতিক ও পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে ৩৫৫টি, সমাজবিজ্ঞান বিভাগে ৩৯২টি, কলা ও মানবিক অনুষদে ৩৮৭টি, জীববিজ্ঞান অনুষদে ২২০টি।

এছাড়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩২০০টি, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ২২৭৫টি, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮০৪টি, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮৮৫টি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৪২০টি, কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১২১০টি, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১১৫০টি, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫১১টি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৫০টি, হাজী মুহম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৬০টি, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৫০টি, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২টি অনুষদে ৩০০টি, রাজশাহী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৬০০টি, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৫০টি। এছাড়া নতুন দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও ৩ হাজার আসন রয়েছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৭৫টি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে আসন রয়েছে ১ লাখ ৬৫ হাজার। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ না থাকলে বাধ্য হয়েই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ভর্তি হতে হবে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৭ হাজার আসন থাকলেও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া বাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।